

শিল্পী তাজুল ইমামের একক চিত্র প্রদর্শনী

আদনান সৈয়দ

তাজুল ইমাম দীর্ঘ দিন ধরে নিউইয়র্কের প্রবাস জীবনে বন্দী হলেও তাঁর চিত্র কর্মে শুধুই বাংলাদেশ। গত ৯ এবং ১০ জুলাই নিউইয়র্কের এস্টোরিয়ায় তাঁর দুদিন ব্যাপি চিত্র প্রদর্শনি অন্তত সে কথারই প্রমাণ দেয়। তেল রং, জল রং এবং একত্রলিকে আঁকা রিয়েলিষ্টিক এবং এবস্টার্কট্ সব মিলিয়ে প্রায় চল্লিশটি ছবি প্রদর্শনীতে স্থান পায়। স্মৃতি-সত্তা-বোধ শিরনামে চিত্র প্রদর্শনীতে স্থান পাওয়া সবকটা ছবিই যেন ছিল এক চিলতে জীবন্ত বাংলাদেশ। ঠান্ডা শিতল পুকুরের উপর ঝুলন্ত জবা ফুল, বক, শাপলা, বাংলার চিরচেনা সহজিয়া মেঠ পথ, গ্রামের সরল কিশরী এবং তার ছোট বাছুর, শামসুর রাহমান এবং তাঁর সপ্নের ঘোড়া, চোখ বাঁধা মুক্তিযোদ্ধা, ছবি গুলো নিঃসন্দেহে নিউইয়র্কের ভীণ দেশী আলো-হাওয়ায় বাংলার সবুজ সতেজ বাতাসের স্থান নিয়ে আসে। এ কথা চোখ বুজেই বলা যায় যে তাজুল ইমাম আপদমস্তক একজন খাঁটি শিল্পী। পেশায় গ্রাফিক ডিজাইনার হলেও শিল্পের বিভিন্ন শাখায় তাঁর বিচরণ রিতিমত ঈর্ষনীয়। তিনি বাউল গান করেন, ছবি আঁকেন, নাটকের মঞ্চে তাঁকে পাওয়া যায় এমন কি লোক হাসানোর মত কঠিনতম কাজটিও তিনি অতি দক্ষ হাতেই করে থাকেন। মুখোমুখি হই শিল্পী তাজুল ইমামের সাথে সিলেট সদর হাউজের প্রদর্শনির মিলনায়তনে। বিশিষ্ট্য আবৃত্তিকার মিথুন আহমেদও আমাদের সাথে যোগ দেন।

আদনান সৈয়দ: শিল্পের বিভিন্ন শাখায় আপনার বিচরণ। কোথায় বেশি স্বতফুর্ত আপনি?

তাজুল ইমাম: যখন ছবি আঁকি তখন গান বাজনা বন্ধ হয়ে যায়। আবার যখন গান করি তখন শুধু গানই করি। আসলে এখানে ১০০% কমিটমেন্টের বিষয়টি চলে আসে। যেহেতু এখানে কনসান্ট্রেশন বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই যখন যাই করি পুরো সময় দিয়ে করার চেষ্টা করি।

আদনান সৈয়দ: বলছিলাম কী এরকম কি মনে হয় না যে শিল্পের বিশেষ কোন মাধ্যমে আপনি বেশী স্পষ্ট, সহজ এবং সাবলীল?

তাজুল ইমাম: ছবির ব্যাপারে আমি বলতে পারি যে যেহেতু আমি বাংলাদেশের চারুকলার ছাত্র এবং এ বিষয়ে আমার একাডেমিক নজেল আছে তাই স্বভাবতই ছবির বিষয়টা আমি অন্য মাধ্যম থেকে বেশি বুঝি। মিউজিকের উপরও আমি পড়াশুনা করেছি তবে ছবি আঁকার মত এতটা এক্সটেনসিভ নয়। যেহেতু আমি গ্রাফিক ডিজাইনার তাই ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে ছবি আঁকার দক্ষতাটি আমার অনেক বেশি কাজ করে।

আদনান সৈয়দ: তার মানে ছবি আঁকার অভিজ্ঞতাটি আপনি গ্রাফিক ডিজাইনিং এ এপ্লাই করছেন?

তাজুল ইমাম: অবশ্যই। ছবি আঁকা যেহেতু ক্রিয়েটিভিটির ব্যাপার তাই গ্রাফিক ডিজাইনেও এর প্রভাব পড়বেই। যদিও ছবি আঁকা এবং গ্রাফিক ডিজাইনিং এক জিনিস নয় তবু ভিজুয়েল আর্টস হিসেবে এদের ভেতর একটু সম্পর্কত আছেই।

আদনান সৈয়দ: যে কোন শিল্পই হতে পারে প্রতিবাদের ভাষা। এই যেমন ধ্বনন যুদ্ধ বিরোধী অথবা মৌলবাদ বিরোধী? আপনি কী বলেন?

তাজুল ইমাম: ছবি দিয়েও অনেক প্রতিবাদ হয়। তবে যখন সেটা প্রতিবাদ হয় তখন ছবিটি পোস্টারের ভাষা হয়ে যায় সেখানে আর শিল্প থাকে না।

আদনান সৈয়দ: অর্থাৎ, আপনি বলতে চাচ্ছেন শৈল্পিকত্ব হারিয়ে যায়?

তাজুল ইমাম: অনেকটা তাই। শৈল্পিক দক্ষতট চিরন্তন। যুদ্ধের যে ধ্বংস লীলা, মানবতার অবক্ষয় তা পিকাশো তাঁর স্পেনের গৃহ যুদ্ধের উপর আঁকা ওয়ার্লিকা ছবিটির মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। ছবিটি যুদ্ধের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ নয় তবে গৃহ যুদ্ধ যে কত ভয়াবহ হতে পারে সেই মনের যন্ত্রনা থেকেই তিনি ছবিটি এঁকেছিলেন।

আদনান সৈয়দ: আপনার ছবি সম্পর্কে কিছু বলুন।

তাজুল ইমাম: প্রকৃতিই আমার ছবির মূল বিষয় বস্তু। প্রকৃতির সাথে রয়েছে মানুষের এক চিরন্তন হারমোনি অর্থাৎ প্রকৃতি কে ব্যাহত না করেও মানুষ যে জীবন যাপন করতে পারে সে কথাটিই আমি আমার ছবির মাধ্যমে বলতে চেয়েছি।

আদনান সৈয়দ: তা মানুষওতো প্রকৃতির একটা অংশ।

তাজুল ইমাম: অবশ্যই। আমরা কিন্তু তা ভুলে যাই। ভুলে যেয়ে আমরা প্রকৃতিকে জন্ম করার চেষ্টা করি। কিন্তু কথা হল প্রকৃতি কে জন্ম করা যায় না। আর জন্ম করার চেষ্টা করার অর্থই হল আমাদের নিজেদের ক্ষতি করা।

আদনান সৈয়দ: আপনার প্রদর্শনিতে রিয়েলিস্টিক ছবির পাশাপাশি বেশ কিছু এবস্টার্কট ছবিও রয়েছে এবং সে ছবি গুলোও অনেকটা প্রকৃতি কে আশ্রয় করে আঁকা, তাই না?

তাজুল ইমাম: ঠিকিই ধরেছেন। আমার এবস্টার্কট ছবি গুলোও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে আঁকা। এই যেমন ধরুন অরণ্যে রাত, অরণ্যে দিন, ফরেস্ট ফায়ার ইত্যাদি..

আদনান সৈয়দ: আপনার 'শৈশব' ছবিটিতে দেখতে পাচ্ছি একজন গ্রামের সরল বালিকা তার প্রিয় বাছুরটিকে আগলে ধরে আদর করছে। এখানে আপনি কী ম্যসেজ দিতে চাচ্ছেন?

তাজুল ইমাম: হ্যাঁ, এখানে কার শৈশব? কিশোরি মেয়েটির নাকি বাছুরটির? নাকি উভয়েরই? ছবিটিতে দুজনেই একে অপরকে আদর করছে। বাছুরটি পরম নির্ভয়ে মেয়েটির গাঁ ঘেসে দাঁড়িয়ে আছে। প্রকৃতির এই হারমোনির কথাই আমি আমার ছবিতে বলতে চেয়েছি।

আদনান সৈয়দ: এবার একটু অন্য প্রসংগ। আপনার অনেক রিয়েলিষ্টিক ছবিতেই ক্লাউদিয়া মনের একটা প্রচছন্ন ইনফ্লুয়েন্স লক্ষ্য করা যায়। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী?

তাজুল ইমাম: এটা একটা ভালো কথা বলেছেন। পৃথিবির যে কোন শিল্পীরই কারো না কারো শিল্প কর্মের উপর দুর্বল থাকেন। আমি মনে করি আমিও ডেফিনিটলি মাস্টার্স পেইন্টার কারো না কারো ছবির প্রতি ইনফ্লুয়েন্স হচ্ছি। কিন্তু সেখান থেকে আমার নিরন্তর চেষ্টা আমার নিজস্বতার প্রকাশ ঘটানো।

মিথুন আহমেদ: আপনি দীর্ঘদিন যাবত প্রবাসে। তা প্রবাসে থেকেও বাংলাদেশের লোকজ ধারায় আপনার আঁকা ছবি গুলো সবই কি কল্পনার আশ্রয় নাকি আপনার অবজারভেশন?

তাজুল ইমাম: যে কোন শিল্পই কল্পনাশ্রয়ী। তবে বাস্তবতার সাথে তার মিলতো থাকতেই হবে। আমরা যদি মেঘনার উপর চাঁদ না দেখি তখন শুধু মাত্র কল্পনা কে আশ্রয় করে সে ছবিটি কী আঁকা যাবে? কাজেই প্রতিটাই ছবিই কোন না কোন অভিজ্ঞতার ফসল।

মিথুন আহমেদ: আপনার ছবিতে রং এর প্রচুর্য রয়েছে। এ রং কিসের রং?

তাজুল ইমাম: আলো। লাইট। আসলে ছবি কিন্তু লাইট। আলোর যেটা রিফ্লেকশন তাই কিন্তু কালার। যে কারনে ইমপ্রেসনিষ্ট পেইন্টারদের চোখে এবসোলুট হোয়াইট অথবা এবসোলুট ব্লাক বলতে কিছুই নেই। রং এর মিলিয়নস অব ভেরিয়েশনই কিন্তু একটা ছবি। আমাকে ছবিটা যেমন আঁকতে হয়েছে পাশাপাশি আলোটাকেও আঁকতে হয়েছে।

আদনান সৈয়দ: এই ব্যস্ততার মাঝেও সময় দেয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তাজুল ইমাম: আপনাদেরকেও ধন্যবাদ।